283715 - যে ব্যক্তি নিভৃতে থাকলে গুনাতে লিপ্ত হয় এবং এর থেকে মুক্তি চায়

প্রশ্ন

আমি আশা করছি, আপনারা আমাকে আল্লাহ্‌র শাস্তি ও গজব থেকে রক্ষা করবেন। আমি মুসলিম, ইসলামী পরিবেশে ও সচ্চরিত্রের উপর বড় হয়েছি। অন্যদের চোখে আমি এখনও তেমন। কিন্তু, হায়রে আমার মুসিবত! নিজেকে কন্ট্রোল করার ক্ষেত্রে আমি খুব দুর্বল। অন্যদের অগোচরে মোবাইলে পর্নোগ্রাফি, অশ্লীল ছবি ও ভিডিও দেখি। আমি জানি আল্লাহ্‌ আমাকে দেখছেন। কিন্তু প্রতিবারই আমি এ অশ্লীল কাজে লিপ্ত হই। শুধু দেখা নয়; বরং হস্তমৈথুনে লিপ্ত হই। আমি বিবাহিত এবং আমার সন্তান আছে। আমি জানি যে, আমি যা করছি সেটা পশুদের কাজ। আমি জানি যে, এ কাজ আমার নেক আমলগুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে; বরং সমূলে ধ্বংস করে দিচ্ছে। আমি নামায পড়ি ও তওবা করি। একদিন বা দুইদিন সবর করি। পুনরায় এতে লিপ্ত হই। এসব দৃশ্য ও ভিডিও দেখা এবং কুকামে লিপ্ত হওয়ার জন্য নিজের ভেতরে তীব্রভাবে অদ্ভুত তাড়না অনুভব করি। আমি জানি না— আমি কী করব? আমি জানি যে, আমার প্রভু যদি আমার মৃত্যু দেন তাহলে আমি জাহান্নামে প্রবেশ করব। কিন্তু আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না। আপনারা আমাকে রক্ষা করুন। আল্লাহ্‌ আপনাদের প্রতি রহম করুন।

প্রিয় উত্তর

সম্মানিত ভাই, আপনি পাপে লিপ্ত হয়ে এবং বারবার এর পুনরাবৃত্তি করে যে মানসিক যন্ত্রণায় আছেন তা আমরা অনুধাবন করছি। এটি ইতিবাচক আলামত যে, আপনার অন্তরের একটি অংশ অসুস্থ হলেও অপর একটি সুস্থ ও নিরাপদ অংশ রয়েছে।

এ রোগের মূলোৎপাটন করতে হলে— যা কিছু আপনাকে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার দিকে ধাবিত করে সে সবের প্রবেশদ্বার রুদ্ধ করে দিতে হবে, যা কিছু আপনাকে আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ করে দেয় সেগুলোর ফটক বন্ধ করে দিতে হবে। আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন: "বলুন, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ— আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না; নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[সূরা যুমার, আয়াত: ৫৩]

আল্লাহ্‌ তাআলা আরও বলেন:

"এবং তারা আল্লাহ্‌র সাথে কোন ইলাহ্‌কে ডাকে না। আর আল্লাহ্‌ যার হত্যা নিষেধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা

করে না। আর তারা ব্যভিচার করে না; যে এগুলো করে, সে শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তার শাস্তি বর্ধিতভাবে প্রদান করা হবে এবং সেখানে সে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায়; তবে যে তাওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, ফলে আল্লাহ্ তাদের গুনাহসমূহ নেকে দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর যে তাওবা করে ও সৎকাজ করে, সে তো সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র অভিমুখী।"[সূরা যুমার, আয়াত: ৬৮-৭১]

ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) "আল-জাওয়াব আল-কাফী" গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-১৬৫) বলেন: ন্যায্যতা ও অনুগ্রহ নির্ভর আল্লাহ্ তাআলার হেকমত হচ্ছে যে, "গুনাহ থেকে তাওবাকারী যেন ঐ ব্যক্তির ন্যায় যার গুনাহ নেই"।

যে ব্যক্তি শির্ক, হত্যা ও ব্যভিচারের গুনাহ থেকে তওবা করবে আল্লাহ্ তাকে এ নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, তিনি তার গুনাহগুলোকে নেকীতে পরিণত করে দিবেন। এ বিধানটি সব ধরণের গুনাহ থেকে তওবাকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "বলুন, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করছে— আল্লাহ্র অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না; নিশ্চয় আল্লাহ্ সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[সূরা যুমার, আয়াত: ৫৩]

অতএব, এ আম বিধান থেকে কোন একটি গুনাহও বাদ পড়বে না। কিন্তু এটি তাওবাকারীদের জন্য খাস।[সমাপ্ত]

আল্লাহ্ তাআলা তাঁর কিতাবে মুত্তাকীদের গুণ বর্ণনা করেছেন যে, তারা যদি কোন কবিরা গুনাহ করে ফেলে কিংবা সগিরা গুনাহতে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে নিজেদের উপর অবিচার করে ফেলে তখনই তারা আল-আযিয (পরাক্রমশালী) আল-গাফ্ফার (ক্ষমাশীল) কে স্মরণ করে এবং কৃত গুনাহর জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে। সে গুনাহর উপর কায়েম থাকে না এবং অবাধ্যতায় অব্যাহত থাকে না।

তিনি আরও বলেন:

"তোমরা তোমাদের প্রভুর ক্ষমা ও সেই জান্নাত লাভের চেষ্টা কর যার বিশালতা আসমান ও জমিনের মত। মোত্তাকীদের জন্য তা প্রস্তুত করা হয়েছে; যারা সুদিন ও দুর্দিনে (আল্লাহ্র পথে) ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী ও মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল। আল্লাহ্ মুহ্সিনদেরকে ভালবাসেন। এবং যারা কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা নিজেদের প্রতি জুলুম করে ফেললে আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা চায়। আল্লাহ্ ছাড়া পাপ ক্ষমা করবে কে? আর তারা যা করে ফেলে, জেনে-বুঝে তারা তা পুনঃপুনঃ করতে থাকে না। এমন লোকদের প্রতিদান হচ্ছে তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে ক্ষমা আর এমনসব জান্নাত যার তলদেশে দিয়ে নদী প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরকাল বাস করবে। সৎকর্মশীলদের এই

প্রতদিান কতই না উত্তম!"[সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৩৩-১৩৬]

পুনঃপুনঃ গুনাহকারী দ্বারা উদ্দশ্যে হচ্ছে: গুনাহতে লপ্তি হওয়া এবং তওবা ও ক্ষমাপ্রার্থনা ব্যতরিকেে পুনঃপুনঃ গুনাহ করতে থাকা।

আর যে ব্যক্তি গুনাহ করল। এরপর অন্তর থকেে শুদ্ধভাবে তওবা করল। আবার দুর্বলতায় পড়ে পুনরায় গুনাহ করল। তারপর আবার শুদ্ধভাবে তওবা করল। যার অবস্থাটি এমন—গুনাহ ও অবাধ্যতা এবং তওবা, অনুশোচনা ও রহমি রাহমানরে দকিে ফরিে আসার মাঝে; সে ইনশাআল্লাহ্ আল্লাহ্র ক্ষমার আওতাধীন। আশা করা যায় আল্লাহ্ তার স্খলনকে মাফ করে দবিনে, তার গুনাহ ক্ষমা করে দবিনে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণতি তনিি বলনে, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনছেি, তনিি বলনে: "এক বান্দা গুনাহ্ করল। তারপর সে বলল: হে আমার রব্ব! আমি তো গুনাহ্ করে ফলেছে;ি আমাকে ক্ষমা করে দনি। তখন তার রব্ব বলনে: আমার বান্দা কি একথা জনেছেে যে, তার একজন রব্ব রয়ছে;ে যনিি গুনাহ্ মাফ করনে ও গুনাহর কারণে শাস্তি দনে। আমি আমার বান্দাকে মাফ করে দলিাম। এরপর আল্লাহর ইচ্ছায় কছিুকাল কটেে যায়। এরপর সে আবার আরকেটি গুনাহ করে। তনিি বলনে, তখন সে বল:ে ও আমার প্রভু! আমি তো আরকেটি গুনাহ্ করে ফলেছে;ি আমাকে মাফ করে দনি। তখন আল্লাহ্ বলনে: আমার বান্দা কি জনেছেে যে, তার একজন রব্ব আছনে; যনিি গুনাহ্ মাফ করনে ও গুনাহর কারণে শাস্তি দনে? আমি আমার বান্দাকে মাফ করে দলিাম (তনিবার); সে যা ইচ্ছা তা করুক।"[সহহি বুখারী (৭৫০৭) ও সহহি মুসলমি (২৭৫৮)]

ইমাম নববী 'শারহে সাহহি মুসলমি" গ্রন্থে (১৭/৭৫) বলনে:

যদি কোন গুনাহ পুনঃপুনঃ শতবার করা হয় কংিবা হাজার বার করা হয় কংিবা এরচয়েওে বশেবিার করা হয় এবং প্রত্যকেবার গুনাহ থকেে তওবা করে তার তওবা কবুল করা হবে এবং তার গুনাহ মাফ হব।ে আর যদি সকল গুনাহর পর একবার তওবা করে তাহলওে তার তওবা সহহি হব।ে

যে ব্যক্তি পুনঃপুনঃ গুনাতে লপ্তি হয় তাকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্ তাআলা বলনে: "তুমি যা ইচ্ছা তা কর আমি তোমাকে মাফ করে দলিাম" এ কথার অর্থ হচ্ছ-ে যহেতেু তুমি গুনাহ করে তওবা করছে অতএব আমি তোমাকে মাফ করে দলিাম।

সুতরাং প্রত্যকে গুনাহর শষেে আল্লাহ্র কাছে তওবা করতে থাকুন। তওবার ক্ষত্রেে বশ্বিস্ত হনে, অনুতপ্ত হনে, কৃত গুনাহ্র জন্য মর্মজ্বালা অনুভব করুন। আর কখনও গুনাহ না করার সংকল্প করুন। এরপর তওবাকে পরপূির্ণ করার জন্য নম্নিোক্ত পদক্ষপে গ্রহণ করুন:

যে রাস্তাগুলো আপনাকে গুনাহের দিকে ধাবিত করে সে রাস্তাগুলো বন্ধ করে দেওয়া। তা এভাবে যে, একাকী না থাকা; বরং সবসময় অন্যদের মাঝে থাকা, আপনার স্ত্রী ও সন্তানদের মাঝে থাকা। যদি আপনি আপনার স্ত্রী থেকে দূরে থাকেন তাহলে আপনার স্ত্রীকে সাথে রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করুন। আপনার স্ত্রী থেকে দূরে থাকবেন না। আপনার স্ত্রীর মাধ্যমে নিজেকে পবিত্র রাখুন এবং আপনার মাধ্যমে আপনার স্ত্রীকেও পবিত্র রাখুন। আর যদি আপনি আপনার পরিবারের কাছেই থাকেন এবং তাদের সাথে বসবাস করেন তাহলে আপনি তাদের থেকে দূরে যাবেন না। আপনি আপনার স্ত্রীকে ভালবাসুন। তার মাধ্যমে আপনার প্রয়োজন পূরণ করুন। যখনই আপনার অন্তরে দেখার খায়েশ জাগবে কিংবা কোন কিছু আপনার নজরে পড়ে যাবে তখনই আপনি শয়তানকে হারামের দিকে আপনাকে নিয়ে যেতে দিবেন না। বরং আপনি দেরী না করে হালালকে গ্রহণ করুন।

সদা-সর্বদা দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণকর কোন কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন। কারণ অবসর সময় মানুষের নষ্টের কারণ। এমন নষ্ট যার কোন সীমা নেই।

মোবাইল থেকে ইন্টারনেট সংযোগ চূড়ান্তভাবে বিচ্ছিন্ন করা; হতে পারে আপনার মোবাইল সেটটি পরিবর্তন করাই আপনার জন্য বেশি ভাল হবে। এমন মোবাইল সেট ব্যবহার করবেন যে সেটে ইন্টারনেট ব্যবহার করা যায় না। অন্তরে ঈমান, আল্লাহ্‌র ভয়, আল্লাহ্‌র হিসাব গ্রহণের কাঠিন্য, আল্লাহ্ আপনাকে দেখছেন ও আপনাকে মনিটর করছেন এ অনুভূতিগুলো মযবুত করা। কুরআন তেলাওয়াত, নফল নামায ও তাহাজ্জুদ নামায পড়া বাড়ানো।

হেদায়েতের উপর অটল থাকার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে বেশি বেশি দোয়া করা। সবচেয়ে উপকারী দোয়া হচ্ছে اهدنا الصراط المستقيم অর্থ- "আমাদেরকে সরল পথ দেখান"।

পর্ন ভিডিও দেখা বর্জন করার উপকারী পন্থাগুলো জানতে 210259 নং প্রশ্নোত্তরটি পড়ুন।

আমরা আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের ও আপনার হেদায়েতের প্রার্থনা করছি।

আল্লাহ্‌ই তাঁর সন্তুষ্টি ও রেজামন্দির তাওফিকদাতা।